জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস

২৮ এপ্রিল ২০২৪

সুস্থ শ্রমিক
শোভন কর্মপরিবেশ
গড়ে তুলবে
স্মার্ট বাংলাদেশ

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

২৮ এপ্রিল ২০২৪

জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস

সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ
গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

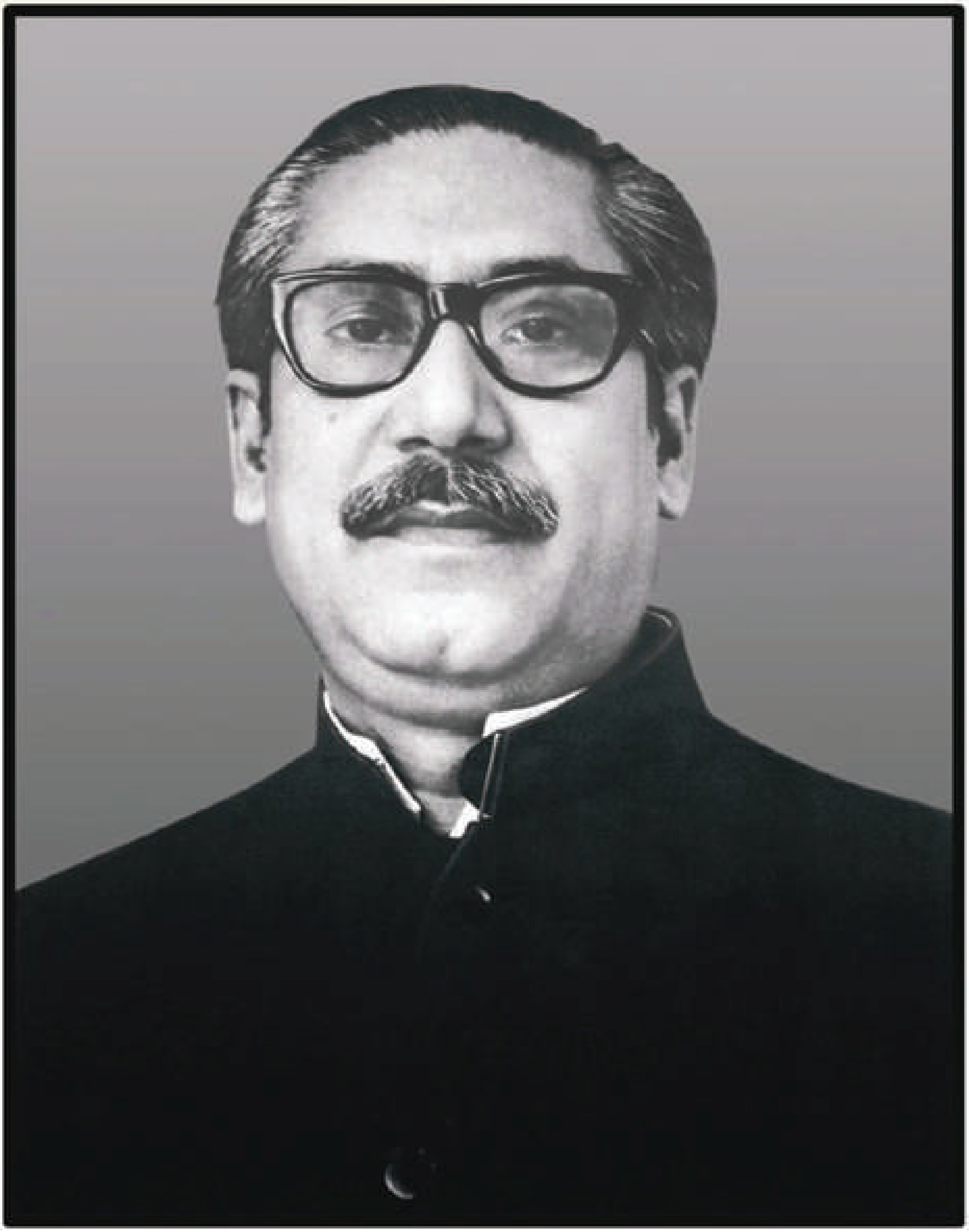

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।
১৫ বৈশাখ ১৪৩১
২৮ এপ্রিল ২০২৪

বাণী

দেশব্যাপী পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা বিষয়ে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক 'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস ২০২৪' পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এ উপলক্ষ্যে বিশ্বের সকল শ্রমজীবী মানুষকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। দিবসটির এ বছরের প্রতিপাদ্য 'সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ; গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ' যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমৃত্যু মেহনতি, শোষিত ও বঞ্চিত মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে কাজ করেছেন। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশ ১৯৭২ সালে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)-এর সদস্যপদ লাভ করে। একই বছর তিনি শ্রমনীতি ঘোষণা করেন এবং আইএলও'র ৫টি মৌলিক কনভেনশনসহ মোট ২৯টি কনভেনশন অনুসমর্থন করেন। কলকারখানার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং শ্রমজীবী মানুষের পেশাগত নিরাপত্তা ও আইনগত অধিকার নিশ্চিত করা সরকারের পাশাপাশি সকল শিল্প মালিকের নৈতিক দায়িত্ব। সরকার দেশের সকল খাতের শ্রমজীবী মানুষের পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নানাবিধ কল্যাণমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। নিরাপদ ও শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য 'বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬' এবং 'বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫' প্রণয়ন করা হয়েছে।

জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে স্মার্ট ও উন্নত অর্থনীতির দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্য অর্জনে সরকার ব্যাপক উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এ সকল কল্যাণমুখী কর্মসূচির সফল বাস্তবায়ন ও শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে শ্রমিক ভাই-বোনদের জন্য শোভন ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণের বিকল্প নেই। বিগত এক দশকে দেশে শিল্প-কারখানার সংখ্যা কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আগামীর স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে এবং ভবিষ্যৎ প্রযুক্তির সাথে অভিযোজন করার লক্ষ্যে সরকার-মালিক-শ্রমিকের সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের উদ্যোগ নিতে হবে। শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকল্পে দেশীয় ও বৈশ্বিক শ্রমমান অনুযায়ী কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও সুরক্ষাবিধি অনুশীলনকে জাতীয় সংস্কৃতি হিসেবে গড়ে তোলাও অত্যন্ত জরুরি। এ লক্ষ্য অর্জনে আমি সরকার, মালিক, শ্রমিকসহ সকল উন্নয়ন অংশীজনকে সম্মিলিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানাই।

আমি 'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস ২০২৪' উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা।
খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ সাহাবুদ্দিন

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৫ বৈশাখ ১৪৩১
২৮ এপ্রিল ২০২৪

বাণী

প্রতি বছরের ন্যায় এবারও শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে 'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস ২০২৪' উদ্‌যাপন করছে জেনে আমি আনন্দিত। দিবসটি উপলক্ষে আমি বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল শ্রমজীবী ও মেহনতি মানুষকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য 'সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ; গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ' যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর সাড়ে তিন বছরের শাসনামলে শ্রমিক কল্যাণকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি বাংলাদেশের সংবিধানে শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। শোষণবিহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৭২ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর প্রথমবারের মতো শ্রমনীতি ঘোষণা করেন। শিল্প শ্রমিক মজুরি কমিশন গঠন, বিভিন্ন সেক্টরে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ, শ্রম পরিদপ্তর পুনর্গঠন, জাতীয় শ্রম উপদেষ্টা বোর্ড গঠনসহ ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। জাতির পিতার উদ্যোগে বাংলাদেশ ১৯৭২ সালে আইএলও এর সদস্যপদ লাভ করে।

আওয়ামী লীগ সরকার জাতির পিতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে শ্রমিকদের জন্য শোভন কর্মপরিবেশ সৃজন এবং তাঁদের স্বাস্থ্য, সুরক্ষা ও কল্যাণকে গুরুত্ব দিয়ে বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ সংশোধন ও হালনাগাদ করেছে। আমরা 'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা ২০১৩' ও 'বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫' প্রণয়ন করেছি। শ্রম বিষয়ক আন্তর্জাতিক মানদণ্ড ও প্রটোকলের নিরিখে শ্রমিক, মালিক ও কারখানার ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে রাজশাহীতে জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট নির্মাণ করা হয়েছে। নিরাপদ ও শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে শ্রম পরিদর্শন ব্যবস্থা ডিজিটালাইজেশন ও জোরদার করা হয়েছে। শ্রমিকদের চিকিৎসায়, তাঁদের সন্তানদের উচ্চশিক্ষায় এবং কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা কবলিত শ্রমিক পরিবারকে শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন ও কেন্দ্রীয় তহবিল থেকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। সরকারের সময়োচিত ও যথাযথ পদক্ষেপের ফলে কর্মপরিবেশসহ শ্রমিকদের জীবনমানের উন্নতি সাধিত হচ্ছে।

আওয়ামী সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার অনুসারে বাংলাদেশকে উন্নত-সমৃদ্ধ ও স্মার্ট বাংলাদেশে পরিণত করার লক্ষ্যে শিল্পখাতের প্রসার ও শ্রম অধিকার এবং শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা আমাদের অন্যতম অগ্রাধিকার। দেশের অদম্য অগ্রযাত্রায় শ্রমজীবী ও মেহনতি মানুষের অক্লান্ত পরিশ্রম ও ত্যাগ জড়িয়ে আছে। শ্রমজীবী মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন সাধন এবং পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দেশের শ্রমখাতকে 'স্মার্ট' হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। শোভন কর্মপরিবেশ ও স্মার্ট বাংলাদেশের লক্ষ্য বাস্তবায়নে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষাবিধি পালনকে জাতীয় সংস্কৃতি হিসেবে গড়ে তুলতে এবং কর্মপরিবেশের উন্নয়ন ঘটাতে দিবসটির গৃহীত সকল কার্যক্রম অবদান রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার মাধ্যমে জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত, উন্নত-সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলতে আমি সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানাই।

আমি 'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস ২০২৪' উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

স্পীকার
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

বাণী

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ২৮ এপ্রিল বাংলাদেশে ৯ম বারের মতো 'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস ২০২৪' পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এবছর দিবসটির প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে 'সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ; গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ।' এ প্রতিপাদ্যটি বাংলাদেশের সমকালীন উন্নয়ন প্রেক্ষাপটের সাথে প্রাসঙ্গিক।

টেকসই উন্নয়ন ও স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে হলে স্মার্ট অর্থনীতি নিশ্চিত করতে হবে। স্মার্ট অর্থনীতি গড়ার প্রধান কারিগর হিসেবে কাজ করছে এদেশের শ্রমিক ভাই ও বোনেরা। দেশের সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করছে বিভিন্ন পর্যায়ের শ্রমজীবী মানুষ। এই শ্রমজীবী মানুষের জন্য শোভন ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ সৃজনের বিকল্প নেই। টেকসই উন্নয়নের জন্য টেকসই শিল্পায়ন আবশ্যক। টেকসই শিল্পায়নের লক্ষ্যে আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে বর্তমান সরকার। সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা ও সচেতনতায় এ অগ্রযাত্রা আরও বেগবান হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এবং শ্রমখাত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দপ্তর ও সংস্থা কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং শান্তিপূর্ণ কর্মপরিবেশ গড়ার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। দেশের শ্রমজীবী মানুষের পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে বর্তমান সরকার বদ্ধপরিকর।

কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার মাধ্যমে নিরাপদ কর্মপরিবেশ গড়ে তুলতে সকল পক্ষের সম্মিলিত প্রয়াস প্রয়োজন। কেবল সরকারি উদ্যোগে শোভন কর্মপরিবেশ গড়ে তোলা কষ্টসাধ্য। সকল শ্রেণী ও পেশার মানুষকে এ বিষয়ে আন্তরিক হতে হবে। বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫-এ বর্ণিত পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক ধারা ও বিধি কর্মক্ষেত্রে বাস্তবায়নে সকলকে আরও যত্নবান হতে হবে। এক্ষেত্রে শ্রমিক-মালিক-সরকারের সমন্বিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষার বিধিসমূহ পালনকে জাতীয় সংস্কৃতি হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। এই লক্ষ্য পূরণে দেশব্যাপী বিপুল জনসচেতনতা ও জনসম্পৃক্ততা সৃষ্টিতে জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবসে গৃহীত সকল কার্যক্রম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনের পথে বর্তমান সরকারের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য শোভন ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ, টেকসই উৎপাদন ও টেকসই শিল্পায়ন নিশ্চিতকরণ। এই লক্ষ্য অর্জনের প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত 'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস ২০২৪' উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু,
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী এমপি

প্রতিমন্ত্রী
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা বিষয়ে দেশব্যাপী গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ৯ম বারের মতো ২৮ এপ্রিল 'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০২৪' উদযাপন করছে বাংলাদেশ। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য 'সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ; গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ' যথার্থ হয়েছে বলে আমি বিশ্বাস করি।

দিবসটি উদযাপন উপলক্ষ্যে আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যিনি মেহনতি শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। বাংলাদেশ সংবিধানের বেশ কয়েকটি অনুচ্ছেদে বঙ্গবন্ধু মেহনতি শ্রমজীবী মানুষের অধিকারের বিষয় সুদৃঢ় করেন। জাতির পিতার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)-এর সদস্যপদ লাভ করে। তিনি ১৯৭২ সালেই শ্রমনীতি প্রণয়ন এবং আইএলও-এর ৫টি মৌলিক কনভেনশনসহ মোট ২৯টি কনভেনশন অনুসমর্থন করেন। এ সকল পদক্ষেপের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কলকারখানার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং শ্রমজীবী মানুষের পেশাগত নিরাপত্তা ও আইনগত অধিকার সমুন্নত করা। তিনিই ১৯৭৩ সালে পহেলা মে'কে 'মহান মে দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি দেন এবং সরকারি ছুটি ঘোষণা করেন। জাতির পিতার আদর্শ অনুসরণ করে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আজ আমরা আইএলও-এর সব ক'টি মৌলিক কনভেনশন অনুসমর্থনকারী দেশ হওয়ার গৌরব অর্জন করেছি।

কর্মক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ে সচেতন হতে মালিক-শ্রমিক-সরকার সকলে সম্মিলিতভাবে প্রয়োজনীয় ও যুগোপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এটিই হলো এ দিবসের মূল চেতনা। সরকারের শ্রমবান্ধব নীতিমালা এবং শ্রমিকদের জন্য কল্যাণমুখী কার্যক্রম দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রাখার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে। নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে বর্তমান সরকার। ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত, সমৃদ্ধ ও স্মার্ট দেশে পরিণত করতে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার বিধিসমূহ পালনকে জাতীয় সংস্কৃতি হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। দেশে শ্রমিকদের জন্য নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা গেলে কলকারখানায় উল্লেখযোগ্য হারে উৎপাদন বাড়বে এবং সমৃদ্ধ অর্থনীতির দিকে এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ।

'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০২৪' উপলক্ষ্যে আলোচনা অনুষ্ঠান, স্মরণিকা ও ক্রোড়পত্র প্রকাশসহ সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

মোঃ নজরুল ইসলাম চৌধুরী, এমপি

সভাপতি
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত
সংসদীয় স্থায়ী কমিটি

বাণী

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডাইফ)-এর উদ্যোগে বাংলাদেশে নবম বারের মতো 'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস ২০২৪' পালিত হচ্ছে। দিবসটি উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কার্যক্রম শোভন ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণ ও স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য কারখানার মালিক, ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ, শ্রমিক ভাই-বোনসহ সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের নিকট সঠিক বার্তা পৌঁছে দেবে বলে আমি মনে করি।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে শ্রমজীবী ও মেহনতি মানুষের অবদান অপরিসীম। স্মার্ট ও সমৃদ্ধ অর্থনীতির বাংলাদেশ গড়ে তুলতে কর্মক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা নিশ্চিতকরণের কোন বিকল্প নেই। কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্যসেবা এবং সেইফটি শ্রমিকের আইনগত অধিকার। নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণে সকল শিল্প উদ্যোক্তা, মালিক ও শ্রমিক প্রতিনিধিদের সম্মিলিত প্রয়াস একান্তভাবে কাম্য। সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টায় আমরা শ্রমিক ভাই-বোনদের জন্য নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে তাদের জীবনমানের উন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম হবো।

আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকার শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে ২০৪১ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ সৃজনের প্রয়াসে এগিয়ে চলেছে। এজন্য শ্রমিকদের প্রত্যাশা ও প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে কর্মক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষাকে গুরুত্ব দিয়ে সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন কল্যাণমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের শ্রমবান্ধব নীতিমালা ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম দেশের অর্থনীতিকে সচল রাখার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মহলে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে। প্রতিবছর ২৮ এপ্রিল পালিত এই দিবস শ্রমিক, মালিক ও সরকারসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ ও স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে সচেতন করবে এবং এ বিষয়ে সম্মিলিতভাবে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করার বিষয়ে অনুপ্রাণিত করবে। সকল পর্যায়ে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষার সংস্কৃতি অনুশীলনের মাধ্যমেই আমাদের কাঙ্ক্ষিত স্মার্ট বাংলাদেশ অর্জিত হবে।

আমি 'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস ২০২৪' উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করছি।

এইচ এম ইব্রাহিম, এমপি

সভাপতি
বিকেএমইএ

বাণী

'সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ; গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ' এই শ্লোগান নিয়ে পালিত হতে যাচ্ছে এবারের জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস ২০২৪। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল কাণ্ডারী বাংলাদেশের তৈরী পোশাক শিল্প। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার চতুর্থ লক্ষ্য অনুযায়ী সকলের জন্য সুস্থ জীবন নিশ্চিত করতে হবে এবং অষ্টম লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী নারী ও পুরুষের বৈষম্য হ্রাস করার পাশাপাশি সকলের জন্য নিরাপদ এবং শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, টেকসই পরিবেশ ও সমতা ভিত্তিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে হবে। নীট শিল্পের প্রতিনিধি হিসেবে বিকেএমইএ বাংলাদেশ সরকারের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে এই লক্ষ্য অর্জনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

শ্রমশক্তির সহজলভ্যতা, কৌশলগত ভৌগোলিক অবস্থান এবং দক্ষ জনশক্তির কারণে বাংলাদেশ মানসম্পন্ন পণ্য উৎপাদনকারী দেশ হিসেবে আন্তর্জাতিক ক্রেতাগোষ্ঠীর আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। রপ্তানি বাণিজ্যে অংশগ্রহণ, রেমিটেন্স প্রবাহ নিশ্চিতকরণ, কৃষি খাতের স্বনির্ভরতা আনয়ন, পোশাক শিল্প খাতের দ্রুত অগ্রগতি বাংলাদেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করছে। বিগত দশকগুলো থেকে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে আমাদের পোশাক শিল্প বাংলাদেশের অর্থনীতিতে তার নিজস্ব অবস্থান ধরে রেখেছে। উন্নয়নের পথে দ্রুত অগ্রসরমান বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির চাকা ঘোরাচ্ছে আমাদের পোশাক শিল্প। দারিদ্র্য বিমোচন, বিশাল বেকার জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি, সমাজের সকল ক্ষেত্রে নারীর ক্ষমতায়ন, সকলের জন্য সুস্বাস্থ্যসহ বিভিন্ন বিষয়ে পোশাক শিল্পখাত ভূমিকা রাখছে।

বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলোর সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে প্রযুক্তির সাথে দক্ষতার অনন্য সম্মিলন তৈরি করতে হবে। মালিক শ্রমিক সকলেই এই প্রতিযোগিতার অংশ এবং আমাদের উভয় পক্ষকেই পরস্পরের সহযোগী হিসেবে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে। বিশ্ব বাজারে বাংলাদেশের নীট পণ্য রপ্তানি বৃদ্ধির ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। নতুন নতুন বাজার সম্প্রসারণ, ভ্যালু-এ্যাডেড প্রোডাক্ট ডিজাইন, সৃজনশীল ব্যবসায়িক কৌশলগত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এ সম্ভাবনার বাস্তবায়ন সম্ভব। আমরা শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি তাদের জন্য নিরাপদ কর্মপরিবেশ সৃষ্টিতে কাজ করছি যেন তারা সুস্থ শরীরে, মানসিক প্রশান্তিতে কাজ করতে পারে।

কর্মপরিবেশের উন্নয়নের এই প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে মালিকপক্ষের পাশাপাশি সাপ্লাই চেইনের অন্যান্য অংশীদারদের সক্রিয় অংশগ্রহণ আবশ্যক। পরস্পর নির্ভরশীল এই শিল্পের সকল স্টেকহোল্ডারের সম্মিলিত প্রচেষ্টা টেকসই উন্নয়নের গতিকে তরান্বিত করবে। শ্রমবান্ধব একটি নীট শিল্প কাঠামো গঠনের জন্য আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গৃহীত প্রতিটি পদক্ষেপকে আমরা সাধুবাদ জানাই। বিকেএমইএ প্রতিনিয়তই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে নীট শিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিতে কাজ করে যাচ্ছে। বিকেএমইএ কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সদস্য কারখানাগুলোতে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণসহ বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। কারখানাতে মৌলিক কমপ্লায়েন্স অনুযায়ী ভবন নিরাপত্তা, অগ্নি নিরাপত্তা এবং বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি শ্রমিকের মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষায়ও বিকেএমইএ কাজ করছে। যার ফলশ্রুতিতে কারখানাগুলোতে অনেক সংস্কার কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং প্রাতিষ্ঠানিক খাতে দুর্ঘটনার পরিমাণও অনেক হ্রাস পেয়েছে। উন্নত দেশগুলোর পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, কর্মক্ষেত্রে নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতে আমরা তাদের থেকে খুব বেশি পিছিয়ে নেই। হয়তো অদূর ভবিষ্যতে আমরা উন্নত বিশ্বের জন্য নিজেদেরকে উদাহরণ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করবো। পরিশেষে, আমি বিকেএমইএ'র পক্ষ থেকে 'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস ২০২৪' এর সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

এ.কে.এম সেলিম ওসমান, এমপি

সচিব
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

শ্রমজীবী মানুষের জন্য শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রতিবছর ২৮ এপ্রিল জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস পালিত হয়। কর্মক্ষেত্রে কাজের নিরাপদ ও শোভন পরিবেশ সৃষ্টির জন্য ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টিতে দিবসটি অত্যন্ত গুরুত্ববহ। কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সচেতনতামূলক নানা কর্মসূচি পালনের মধ্য দিয়ে এবছর দিবসটি পালিত হচ্ছে।

দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য 'সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ; গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ' অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণের লক্ষ্যে ব্যাপক কর্মসংস্থান ও দৃশ্যমান উন্নয়নের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার প্রয়াসে এগিয়ে চলছে বাংলাদেশ। কর্মক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষানীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের বিশাল শ্রমজীবী জনগোষ্ঠীকে নিরাপদ রাখার লক্ষ্যে আন্তরিক প্রচেষ্টা চালাচ্ছে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়। কারখানায় শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য শ্রমিক, মালিক, সরকার ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসহ সকল অংশীজনের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করছে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়। বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ অনুযায়ী শ্রমিকদের জন্য কল্যাণমূলক ব্যবস্থাসমূহ নিশ্চিত করার মাধ্যমে শ্রমবান্ধব কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা হচ্ছে। পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ও গবেষণা সম্পাদনের জন্য রাজশাহীতে জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট 'National Occupational Health and Safety Training and Research Institute (NOSHTRI)' নির্মাণ করা হয়েছে। নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কারখানায় ইতোমধ্যে ৭৪৯৬টি সেইফটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

শ্রম সংক্রান্ত অভিযোগ জানানোর জন্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের উদ্যোগে শ্রম বিষয়ক হেল্পলাইন (১৬৩৫৭) চালু করা হয়েছে। এই হেল্পলাইনের মাধ্যমে শ্রমিক ভাই-বোনদের নিকট থেকে প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ দ্রুততম সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তি করা হয়। শিশুশ্রমমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার প্রয়াসে কাজ করছে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়। শ্রম আইন বাস্তবায়ন এবং মাঠ পর্যায়ে তদারকির মাধ্যমে ইতোমধ্যে পোশাক শিল্প, চিংড়ি, ট্যানারি, কাঁচ, সিরামিক, জাহাজ রিসাইক্লিং, রপ্তানিমুখী চামড়াজাত দ্রব্য ও পাদুকা শিল্প এবং রেশম খাত থেকে শতভাগ শিশুশ্রম নিরসন করা হয়েছে।

শ্রমিকদের জন্য শোভন কর্মপরিবেশ ও সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রতিবছর পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস উদযাপনের এই উদ্যোগ ভবিষ্যতে আরো বিস্তৃত করার মাধ্যমে শ্রমিকের জীবনমান উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস আয়োজনের সাথে সংশ্লিষ্ট শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরসহ মন্ত্রণালয়ের অধীন অধিদপ্তর ও সংস্থার কর্মচারীবৃন্দকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। দিবসটি পালনে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)সহ উন্নয়ন সহযোগী দেশসমূহের কারিগরি সহায়তার জন্য তাদেরকেও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস ২০২৪' উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কার্যক্রমের সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ মাহবুব হোসেন

মহাপরিদর্শক
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের যৌথ উদ্যোগে ২০১৬ খ্রিষ্টাব্দ থেকে প্রতিবছর ২৮ এপ্রিল 'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস' পালিত হচ্ছে। এবছর দিবসটির প্রতিপাদ্য 'সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ; গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ'-এর আলোকে গৃহীত কার্যক্রম দেশের সকল কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও সুরক্ষাবিধি পালনকে উৎসাহিত করবে। দিবসটি উপলক্ষ্যে আমি শ্রমিক, মেহনতি মানুষ এবং কারখানার মালিক ও উদ্যোক্তাদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' গড়ার প্রয়াসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দক্ষ নেতৃত্বে দুর্নিবার গতিতে সম্মুখপানে এগিয়ে চলেছে বাংলাদেশ। স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের পর টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং স্মার্ট রাষ্ট্রে পরিণত হওয়া এখন বাংলাদেশের প্রধান লক্ষ্য। এই লক্ষ্য অর্জনের অন্যতম পূর্বশর্ত দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি শিল্পের বিকাশ এবং কর্মক্ষেত্রে শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণ।

দেশে চলমান ব্যাপক উন্নয়ন কার্যক্রমের চালিকাশক্তি হলো কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিক। শ্রমজীবী মানুষের জীবনমান উন্নয়ন ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণে বর্তমান সরকার নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫ অনুসারে দেশের কলকারখানা, দোকান ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা এবং নিরাপদ ও শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করছে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর। শ্রম অভিযোগ নিষ্পত্তি, নারী শ্রমিকদের মাতৃত্বকল্যাণ সুবিধা নিশ্চিতকরণ, বাধ্যতামূলক গ্রুপ বীমা চালুকরণ, শিশুশ্রম নিরসন, সেইফটি কমিটি গঠন, কারখানায় সংঘটিত দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ নিশ্চিতকরণ, আইনানুগ কর্মঘণ্টা ও মজুরি বাস্তবায়ন, কর্মক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা বিষয়াদি তদারকি এবং অন্যান্য কল্যাণমূলক ব্যবস্থাসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করছে এই অধিদপ্তর। এছাড়াও কর্মক্ষেত্রে শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য শ্রমিক, মালিক, সরকার এবং বিভিন্ন দেশি ও বিদেশি সংস্থার মাঝে সেতুবন্ধনের কাজ করে যাচ্ছে এই অধিদপ্তর। অতি সম্প্রতি রাজশাহীতে 'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (NOSHTRI)-এর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। আশা করা যায় এই ইনস্টিটিউটের প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কার্যক্রম দেশে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

বাংলাদেশ নিরাপদ ও শোভন কর্মপরিবেশের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসাবে বিশ্বে প্রতিনিধিত্ব করবে বলে আমি বিশ্বাস করি। দিবসটি উপলক্ষ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে গৃহীত সামগ্রিক কার্যক্রমের সাফল্য কামনা করছি।

মোঃ আবদুর রহিম খান

মহাপরিচালক
শ্রম অধিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

উৎপাদনের সাথে সম্পৃক্ত শ্রমিকসহ সংশিষ্ট সকলের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, পরিবেশ সুরক্ষাসহ উৎপাদন ও দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি অপরিহার্য। কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিতে ও পেশাগত নিরাপত্তা বিষয়ে মালিক, শ্রমিকসহ শ্রমখাত সংশিষ্ট দেশীয় ও আন্তর্জাতিক অংশীজনের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধিতে প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও ২৮ এপ্রিল 'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০২৪' যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হচ্ছে। দিবসটি উদযাপনে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি এবং সকল মেহনতি ও শ্রমজীবী মানুষকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অন্যতম উপায় হলো স্বাস্থ্যকর, নিরাপদ ও শোভন কর্মপরিবেশে শ্রমজীবী মানুষের অক্লান্ত পরিশ্রম। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বে সরকার শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন এবং কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে নানামুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে চলছে। কর্মক্ষেত্রে যদি কোন শ্রমিক দুর্ঘটনাজনিত কারণে স্থায়ীভাবে কর্মক্ষমতা হারান অথবা কোনো শ্রমিকের অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যু হয় সেক্ষেত্রে আহত শ্রমিক বা নিহত শ্রমিকের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের লক্ষ্যে ইআইএস পাইলট প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে যা শ্রমিকের আর্থিক নিরাপত্তাহীনতা লাঘব করতে সহায়তা করবে। দেশের শ্রমঘন এলাকায় শ্রম অধিদপ্তরাধীন ৩২টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রসমূহ (LWC) থেকে 'LWC Health Management System' ও 'শ্রমিকের স্বাস্থ্য কথা' মোবাইল অ্যাপ-এর মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সদস্যদের প্রয়োজনীয় ঔষধ বিতরণসহ স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হচ্ছে। বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ ও শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ অনুযায়ী শ্রমিকদের জন্য কল্যাণমূলক ব্যবস্থাসমূহ বাস্তবায়নের পাশাপাশি জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা, ২০১৩ অনুসরণে শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে ২০৪১ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ সৃজনের প্রয়াস এগিয়ে চলছে। তাই এবারের "জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস, ২০২৪" এর প্রতিপাদ্য 'সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ; গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ' যথার্থ হয়েছে।

সরকার পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটির ক্ষেত্রে সংশিষ্ট সকল অংশীজনের ভূমিকা সমন্বয়পূর্বক পেশাগত স্বাস্থ্য-সুরক্ষা ও সেইফটি বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য সহায়ক এবং তদারকি ভূমিকা পালনের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করছে। পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি এবং শিল্প সমৃদ্ধির মাধ্যমে অসাম্প্রদায়িক, প্রগতিশীল, অন্তর্ভূক্তিমূলক, উন্নত, সমৃদ্ধ ও স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলবো- 'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০২৪' এ হোক আমাদের দৃঢ় অঙ্গীকার।

মোঃ তরিকুল আলম

International
Labour
Organization

Country Director
ILO Country Office for
Bangladesh

Message

On the occasion of the National Occupational Safety and Health (OSH) Day, it is an opportunity for reflection on the progress made since Bangladesh began commemoration of the day in 2016 and chart the way forward to ensure that safety and health became a hallmark of every workplace.

The International Labour Organization (ILO), along with other development partners, has stood by Bangladesh, supporting its journey towards enhanced awareness on occupational safety and health and establishment of a robust national OSH framework. The adoption of the OSH policy, the creation of the OSH profile, and the development of the National Action Plan on OSH mark significant milestones in this journey. These achievements are testament to the country's commitment to improving workplace safety and health, aligning with international standards and ILO conventions.

Despite these notable advancements, we recognize the challenges that remain. Building a proactive culture of prevention of workplace hazards and accidents requires continuous effort, collaboration, and collective action. It is not only about policy formulation but also about effective policy implementation, ensuring that every worker in Bangladesh is guaranteed of a safe and healthy work environment. This calls for concerted efforts from the government, employers, workers, along with the support of development partners and civil society.

To further strengthen the effective implementation of occupational safety and health measures in Bangladesh, the country may consider ratifying the ILO Conventions on OSH; the Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155) and the Promotional Framework for Occupational Safety and Health Convention, 2006 (No. 187). These conventions provide a robust framework for establishing, implementing, and continually improving the Bangladesh OSH management systems that are crucial for protecting workers.

As we commemorate this day, let us reaffirm our commitment to advancing workplace safety and health across all sectors. The ILO remains committed to supporting Bangladesh in its endeavours to improve occupational safety and health in the world of work. The ILO is especially thankful to development partners for their continued commitment and partnership in advancing occupational safety and health in the world of Work. Through our collective efforts, we can achieve a safer, healthier, and more productive workforce, contributing to sustainable development and economic growth of Bangladesh.

Let us continue to work hand in hand to strengthen the implementation of the OSH National Action Plan and foster a lasting culture of safety and health at work. Together, we can make a significant difference in the lives of millions of workers in Bangladesh.

Tuomo Poutiainen

Canada

EMBASSY OF DENMARK

Kingdom of the Netherlands

Sweden Sverige

Joint Statement from the Development Partners

The World Day of Safety and Health at Work this year focuses on exploring the impacts of climate change on occupational safety and health. It emphasizes the connection between climate change and the welfare of workers worldwide, resonating strongly here in Bangladesh. The country is climate and disaster vulnerable and faces significant related risks, including rising sea levels, erratic rainfall, and increased frequency in cyclones and floods.

Addressing these challenges calls for collective actions to protect all workers, with particular implications for those in agriculture, fisheries, the garment industry, and the informal economy.

Bangladesh has made significant strides by developing the OSH policy, OSH profile and OSH National Plan of Action. To uphold the fundamental right to safe work, it is now imperative to initiate the national OSH programme and democratize OSH practices across sectors, geographies, and demographics. This includes adapting to the changing risks posed by climate-related factors such as heat stress, air pollution, chemical exposure, and industrial accidents. Additionally, recognizing that women and legally working adolescents face unique OSH challenges, tailored and inclusive responses for these groups are necessary. We welcome the ongoing efforts of the Department of Inspection for Factories and Establishments in implementing its Gender Roadmap, and we hope to see similar initiatives replicated elsewhere.

We are committed to support the Bangladesh Labour Sector reforms in line with national commitments in the GB Roadmap and National Action Plan on Labour Sector Reform (2021-2026), in which the right to OSH is an integral part. Through collaboration with the International Labour Organization, the Government of Bangladesh, workers' and employers' organizations, we have jointly developed multiple complementary projects to support sustainable development and facilitate a successful transition from Least Developed Country (LDC) status by 2026.

We extend our warmest wishes to Bangladesh as it celebrates National Occupational Safety and Health Day.

Lilly Nichols,
High Commissioner,
Canada High Commission

Christian Brix Møller,
Ambassador,
Embassy of the Kingdom of Denmark

Charles Whiteley,
Ambassador & Head of Delegation,
Delegation of the European Union

Irma van Dueren,
Ambassador,
Embassy of the Kingdom of the Netherlands

Alexandra Berg von Linde,
Ambassador,
Embassy of Sweden

সভাপতি
বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন

বাণী

২৮ এপ্রিল ২০২৪, 'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস' হিসেবে পালন করার উদ্যোগ গ্রহণ করায় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। অর্থনৈতিক উন্নতি ও শিল্পের টেকসই উন্নয়নে কর্মক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটির বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। উৎপাদনশীলতা অব্যাহত রাখা ও শ্রমিকের সুস্থতা নিশ্চিতকরণের স্বার্থে কর্মপরিবেশ নিরাপদ করার কোনো বিকল্প নেই। সুতরাং, দিবসটির গুরুত্ব অনুধাবন করে আমাদের সকলকেই কর্মপরিবেশ নিরাপদ করতে এগিয়ে আসতে হবে।

পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নিশ্চিতকরণ এবং শোভন কর্মপরিবেশ গড়ে তুলতে এই ধরনের কর্মসূচি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। সেই সাথে এই ধরনের দিবস সকলের মাঝে সচেতনতা তৈরীতেও অবদান রাখে। বর্তমান সময়ে আমরা গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছি যে, প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের বিভিন্ন ছোট-বড় কারখানা/প্রতিষ্ঠানে প্রায়শই অগ্নি দুর্ঘটনা ঘটছে। কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তা নিশ্চিতে আমাদের সকলকে আরো বেশি সজাগ থাকতে হবে। দুর্ঘটনা ঘটলেও যাতে জান ও মালের ক্ষয়-ক্ষতি যথাসম্ভব কমিয়ে আনা যায় সেই ব্যবস্থা আমাদের থাকতে হবে।

শিল্প কারখানার কর্মপরিবেশ নিরাপদ করতে নিরলসভাবে যারা কাজ করে যাচ্ছে, বিশেষ করে সরকার, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) ও ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সকলকে বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশনের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কেননা নিরাপদ কর্মক্ষেত্র নিশ্চিত করতে প্রয়োজন শিল্পমালিক, সরকার এবং শ্রমিক সংগঠনসহ সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা। আমি আশা করি, সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় কর্মক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নিশ্চিত হবে।

পরিশেষে, আমি এই দিবসটি উপলক্ষ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

আরদাশীর কবির

সভাপতি
বিজিএমইএ

বাণী

পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। দিবসটি উদযাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশসহ বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।

পোশাক রপ্তানিতে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান দ্বিতীয়, আর এই অর্জনের নেপথ্যে রয়েছেন আমাদের ৪০ লক্ষ শ্রমিক ভাই-বোন। বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ অর্থনীতির ভিত্তি বিনির্মাণে টেকসই শিল্পায়ন, বিশেষকরে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। শ্রমিকের সুস্থতা ও নিরাপদ কর্মপরিবেশের সঙ্গে উৎপাদনশীলতার বিষয়টিও সরাসরি সম্পৃক্ত।

কর্মক্ষেত্রে নিরাপদ ও শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে সরকার পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (২০২১-২০৩০) প্রকাশ করেছে। এ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহযোগী হিসেবে বিজিএমইএ পোশাক শিল্পের জন্য একটি Sustainable Strategic Vision ২০৩০ গ্রহণ করেছে, যেখানে শ্রমিকের কল্যাণের বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।

পোশাক শিল্পের শ্রমিক ভাই–বোনদের জন্য নিরাপদ কর্মপরিবেশ গড়ে তোলা এবং তাদের জীবনমান উন্নয়নকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। বিগত দশকে এসব ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব পরিবর্তন এসেছে, যা বিশ্বব্যাপী বহুলভাবে প্রশংসিত। শ্রমিকের অধিকার সমুন্নত রাখার জন্য শ্রম আইন ও বিধিমালা সংস্কার করা হয়েছে। তাদের চিকিৎসা, সন্তানদের শিক্ষা এবং কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা কবলিত শ্রমিকের পরিবারকে আর্থিক সহায়তার জন্য শ্রমিক কল্যাণ তহবিল গঠন করা হয়েছে যেখানে পোশাক খাত থেকে বছরে প্রায় দেড়শো কোটি টাকা জমা দেয়া হয়। আর শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও আমরা চলতি বছরের শুরুতে ন্যূনতম মজুরি বাড়িয়েছি ও তা বাস্তবায়ন করেছি। করোনা মহামারির সময়কালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী পদক্ষেপের কল্যাণে আমরা শ্রমিকের জীবন-জীবিকা ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছিলাম। এছাড়াও শিক্ষা ও চিকিৎসা পৌঁছে দিতে আমরা বেশকিছু কর্মসূচী বাস্তবায়ন করেছি।

এসব উদ্যোগের মাধ্যমে আমরা শিল্পের বিকাশ ও আন্তর্জাতিক বাজারে একটি শক্তিশালী অবস্থান তৈরি করতে পেরেছি। আমি বিশ্বাস করি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে এবং সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ২০৪১ সালের মধ্যে আমরা অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে সক্ষম হবো এবং আমাদের তৈরি পোশাক খাত আরও অনেক অবদান রাখবে, ইনশাআল্লাহ।

আমি 'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস ২০২৪' এর সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

এস. এম. মান্নান (কচি)

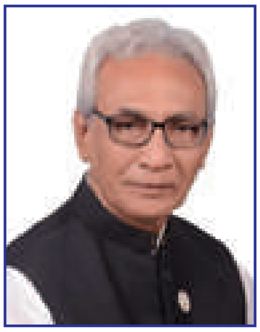

সভাপতি
জাতীয় শ্রমিক লীগ

বাণী

মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম লক্ষ্য ছিল শোষণমুক্ত, মর্যাদাসম্পন্ন ও ন্যায়বিচারভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজীবন সে লক্ষ্যেই সংগ্রাম করেছেন। শোষিত, বঞ্চিত ও মেহনতি শ্রমজীবী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করেছেন তিনি। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের বাংলাদেশ বিনির্মাণে আওয়ামী লীগ সরকার বদ্ধপরিকর। শ্রমজীবী মানুষের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে কাজ করছে বর্তমান সরকার।

শ্রমজীবী মানুষের অধিকার ও সংগ্রামের ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিবেচনায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৯ সালের ১২ অক্টোবর জাতীয় শ্রমিক লীগ প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলাদেশের শ্রমনির্ভর অর্থনীতিতে শ্রমিক বাঁচলে শিল্প বাঁচবে, শিল্প বাঁচলে দেশ বাঁচবে। শ্রমিক ও মেহনতি মানুষের জন্য সময়োপযোগী বেতন, ভাতা ও বোনাস প্রদান করা প্রয়োজন। এছাড়া চাকরির স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তা, সুষ্ঠু কর্মপরিবেশ, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বীমা, দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ, গ্রাচুইটি, পেনশন ইত্যাদি আইনসিদ্ধভাবে নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে জাতীয় শ্রমিক লীগ আপোষহীনভাবে কাজ করে যাচ্ছে। অনিশ্চিত কর্মক্ষেত্র তথা স্থায়ী পদের অনুকূলে তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে আউটসোর্সিং এর নামে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ বন্ধ করা সময়ের দাবী।

শ্রমজীবী মানুষের অক্লান্ত পরিশ্রম ও ত্যাগের গুরুত্ব বিবেচনায় নিয়ে শ্রমিকের জীবনমান ও কর্মক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নিশ্চিতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে সরকার। শ্রমিকদের প্রত্যাশার প্রতি লক্ষ্য রেখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটিকে প্রাধান্য দিয়ে নানামুখী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা ২০১৩, প্রণয়ন করা হয়েছে। রাজশাহীতে জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হয়েছে। সরকারের শ্রমবান্ধব নীতিমালা ও কার্যক্রম দেশের অর্থনীতির চাকাকে গতিশীল রাখার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে।

২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ও ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করার লক্ষ্যকে সামনে রেখে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সদস্যভুক্ত দেশগুলোর সাথে সামঞ্জস্য রেখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন জননেত্রী শেখ হাসিনার ডায়নামিক লিডারশিপে ২৮ এপ্রিল ২০১৬ সাল হতে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সার্বিক দিক নির্দেশনায় ও কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের উদ্যোগে বাংলাদেশে 'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস' উদযাপন শুরু হয়। তারই ধারাবাহিকতায় এবার জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস, ২০২৪ উপলক্ষ্যে একটি স্মরণিকা প্রকাশিত হতে যাচ্ছে যা শ্রমজীবী মানুষের জন্য অত্যন্ত আনন্দ ও গৌরবের।

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে শ্রমজীবী মানুষের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার প্রশ্নে আপোষহীন থেকে সরকার-মালিক-শ্রমিক সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে গঠনমূলক কাজ করতে হবে।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু,

জয় হোক বাংলার মেহনতি মানুষের।

নূর কুতুব আলম মান্নান

সম্পাদকীয়

বিশ্বব্যাপী প্রতিবছর ২৮ এপ্রিল পালিত হয় 'World Day for Safety and Health at Work'- যা আমাদেরকে কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও সুরক্ষাবিধি পালনে উদ্বুদ্ধ করে। বাংলাদেশে দিবসটি 'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস' শিরোনামে পালিত হয়। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য 'সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ; গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ'। শ্রমিক, মালিক, সরকার ও শ্রমখাত সংশ্লিষ্ট সকলপক্ষ কর্মক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য, সুরক্ষা ও নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিতকরণে সচেতন হবে এবং এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিবে এটিই হলো এ দিবস উদযাপনের মূল উদ্দেশ্য। দিবসটি উদযাপন উপলক্ষ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর নির্দেশনা ও পৃষ্ঠপোষকতায় এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিবের পরামর্শ ও তত্ত্বাবধানে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর একটি সংকলন প্রকাশ করছে যা দিবসটির তাৎপর্য গুরুত্বের সাথে প্রচারে অবদান রাখবে বলে আমি আশাবাদী।

জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা টেকসই শিল্পায়ন, সুস্বাস্থ্য, নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর বাসস্থান এবং টেকসই উৎপাদনকে গুরুত্ব দিয়েছে। বাংলাদেশ সরকার ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রয়াসে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এছাড়া, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত উন্নত, সমৃদ্ধ ও স্মার্ট বাংলাদেশের ভিশন-২০৪১ অর্জনে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে উল্লেখযোগ্য ও দৃশ্যমান অগ্রগতি সাধন করেছে। নিজস্ব সক্ষমতায় বড় বড় প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে স্মার্ট রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার লক্ষ্যে দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে বাংলাদেশ। এজন্য বাংলাদেশের উন্নয়ন মহাপরিকল্পনা অনুসারে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা বিষয়ে সর্বোচ্চ উৎকর্ষ অর্জন তথা শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণের বিকল্প নেই। বিশেষ করে স্বল্পোন্নত দেশের কাতার হতে উন্নীত হওয়ার পর উন্নয়ন অগ্রযাত্রা টেকসই করার লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে বর্তমান সরকার সকল কর্মক্ষেত্রে শোভন পরিবেশ নিশ্চিতকরণ এবং পেশাগত স্বাস্থ্য, সুরক্ষা নিশ্চিত করতে আন্তরিকভাবে কাজ করছে।

শ্রমিক, মালিক এবং শ্রমখাত সংশ্লিষ্ট দেশীয় ও আন্তর্জাতিক অংশীজনদের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টির অংশ হিসেবে দিবসটিতে আমরা পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ক একটি সংকলন প্রকাশ করছি। এতে খ্যাতিমান অর্থনীতিবিদ, সমাজবিজ্ঞানী এবং শিল্পখাতের পুরোধা ব্যক্তিবর্গের নিবন্ধ স্থান পেয়েছে- যা বাংলাদেশে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ে পাথেয় হয়ে থাকবে। এই প্রকাশনার সঙ্গে জড়িত সকলের প্রতি আমি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। স্মরণিকায় মুদ্রণজনিত ও অনিচ্ছাকৃত কোনো ভুল (যদি থাকে) সবাইকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ করছি। পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ে সবাই সচেতন হোক; কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও সুরক্ষাবিধি বাস্তবায়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করুক এই হোক এ দিবসের অঙ্গীকার।

মোঃ আবদুর রহিম খান
মহাপরিদর্শক (অতিরিক্ত সচিব)
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর